প্রবাসে আপনার সন্তানকে কি শিক্ষা দিবেন ?

রাসূলুল্লাহ সঃ এর পরিচয়ঃ সন্তানদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির সাথে বিস্তারিত ভাবে পরিচিত করিয়ে দিন। তিনি যে আল্লাহর নবী ও মানবতার শেষ নবী তা বুঝিয়ে দিন। সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন তিনি ছিলেন সবচাইতে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী। তিনি ছোটদেরও বন্ধু ছিলেন। ছোটরা রাসূলুল্লাহ সঃ কে খুব ভালবাসতেন তিনিও ছোটদের ভালবাসতেন (হাদীস)। আপনার সন্তানকে বলুন যে রাসূলুল্লাহ সঃ শ্রেষ্ঠ মানবদরদী ছিলেন, তিনি যে শ্রেষ্ঠ বিচারক ছিলেন, সর্বোত্তম মানুষ ছিলেন, সফল রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন, উত্তম স্বামী ছিলেন, আদর্শ পিতা ছিলেন, আল্লাহর সকল সীমার সংরক্ষণকারী ছিলেন, মানবতাবাদী সেনাপতি ছিলেন (সর্বনিম্ন লোক ক্ষয়ে তিনি যুদ্ধ শেষ করতেন, শত্রু পক্ষের আহত লোকদের সেবা করতেন। নারী, বৃদ্ধ, শিশু, পাদ্রী, ধর্মশালা, ফলবতী গাছ, ফসল ইত্যাদি তিনি যুদ্ধের আওতার বাইরে রাখতেন অর্থাৎ এদের আক্রমণ করতেন না)। এ বিষয়গুলির পেছনে যে ইতিহাস আছে তা গল্পাকারে শুনিয়ে দিন। বলুন আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন শেষ নবী মোহাম্মদ সঃ। ইংরেজীতে এসব বই খুব সহজে কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ সঃ এর জীবনির উপর মুভি ও কার্টুন পাওয়া যায়।

1) Arrahiqul-Maktum by Shafiur Rahman Mubarakpuri 2) Muhammad by Dr. Martin Lings 3) The Life and Work of Muhammad by Yahiya Emerick 4) Movie: The Message- DVD 5) Catroon: Muhammad (pbuh)- DVD

অন্যায়কে সুস্পষ্ট করুনঃ আপনার সন্তানকে ছোট অবস্থা হতেই ন্যায়, অন্যায়ের বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করুন। বড়দের সম্মান করার বিষয়টি তুলে ধরুন। সে কোন অন্যায় কাজ করলে ঠান্ডা মাথায়, ধীরে সুস্থে, অনুচ্চ কণ্ঠে বলে দিন যে বিষয়টি অন্যায় এবং সে যেন এটি আর কখনো না করে। ভাল কাজ করতে উৎসাহিত করুন। সে কোন ভাল কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করুন। আপনার সন্তান যদি কোন আপত্তিকর কথা বলে ফেলে তাহলে সর্বপ্রথম আপনি বুঝুন যে শিশুটি না বুঝেই খারাপ শব্দটি উচ্চারণ করেছে। এখনই তাকে বুঝানোর সময়। সুন্দর করে বলে দিন, যে শব্দ সে ব্যবহার করেছে সেটি ভাল নয়।

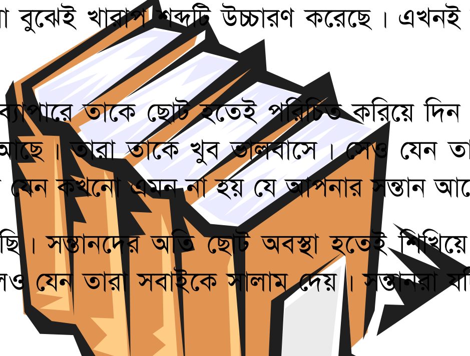

আপনার পিতামাতা ও আপনার স্ত্রীর পিতামাতার ব্যাপারে তাকে ছোট হতেই পরিচিত করিয়ে দিন। তারা যদি দূরে থাকেন তাহলে অন্তত সন্তানদের জানতে দিন যে তার দাদা, দাদি ও নানা, নানী আছে। তারা তাকে খুব ভালবাসে। সেও যেন তাদের ভালবাসে। এ ছাড়া ফুফু, খালা, চাচা, মামা ইত্যাদির সাথেও একই পন্থায় বুঝ দিন। ব্যাপারটি যেন কখনো এমন না হয় যে আপনার সন্তান আদৌ জানে না যে তার একটি ফুফু বা চাচা আছে।

সালামের বিষয়টি আমরা আগেও আলোচনা করেছি। সন্তানদের অতি ছোট অবস্থা হতেই শিখিয়ে দিন বাসায় কোন মেহমান আসলে তাদের দেখা মাত্রই সালাম দেয়া। অন্যের বাসায় বেড়াতে গেলেও যেন তারা সবাইকে সালাম দেয়। সন্তানরা যদি ফোন রিসিভ করে তাহলে সালাম দিয়ে তা শুরু করতে শিখিয়ে দিন।

তারা যেন কোন অবস্থাতেই মিথ্যা না বলে। পরিস্থিতি যাই হোক আপনার সন্তানকে সর্বদা প্রকৃত সত্যটি তুলে ধরার অভ্যাস রপ্ত করান। স্কুলের কোন ঘটনা, বন্ধুদের সাথে অপ্রীতিকর কিছু, প্রতিবেশীর সাথে অনাকাংক্ষিত কোন ঘটনা ইত্যাদি সকল বিষয়ে সে যেন কেবল সত্য কথাটি উপস্থাপন করে তা ভাল করে শিখিয়ে দিন। সত্য কথা বলার জন্য তাকে কিছু গিফ্ট দিন। সে যদি অন্যায় করে তা না লুকিয়ে যথাযথভাবে তুলে ধরে, সতর্কতার সাথে তাকে সংশোধন করুন। তাকে এ হিসেব করতে দেবেন না যে সত্য বললেই বিপদ। বরং সত্য বলার কারণে সে যেন সবসময় কিছু না কিছু উপহার পায়।

কিছু বিষয়ে অতিরিক্ত সতর্কতাঃ কিছু বিষয় আছে আপনাকে অতিরিক্ত সতর্ক হতে হবে। আপনার যাবতীয় প্রচেষ্টার পরও যদি সন্তান ঠিক না হয় তাহলে কিছু করার নেই। কিন্তু চেষ্টা তদবীর করে যাওয়া আপনার উপর অবশ্য করনীয়। সন্তানদের বন্ধুরা যেন মাঝে মাঝে বাসায় আসতে পারে সে ব্যবস্থা রাখুন। বন্ধুদের বাসায় আসার দরজা যদি বন্ধ করেন তাহলে আপনার সন্তান বিকল্প খুঁজে একেবারে অন্ধকারে চলে যাবে। অর্থাৎ আপনি কিছুই জানবেন না সে কি ধরনের বন্ধুদের সাথে চলে, বন্ধুরা মিলে কি ধরনের তৎপরতা চালায় ইত্যাদি।

সন্তানকে ধূমপানের ব্যাপারে কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরুন। প্রথমে এর খারাপ দিকগুলি তুলে ধরুন। এ ব্যাপারে মৃদু কঠিন নীতি খোলাসা করে দিন। বলুন আপনি কোন অবস্থায় ধূমপান সহ্য করবেন না। এটি একটি ঘৃন্য কাজ। এতে অর্থের অপচয় হয়। মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসে, শরীরের ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, আশেপাশের লোকদেরও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। খেয়াল রাখুন সন্তানের কোন বন্ধু ধূমপান করে কিনা। সাধারণত এ খারাপ অভ্যাসটি সন্তানগণ বাল্য বন্ধুদের কাছ থেকে লাভ করে। যদি কোন দিন আপনার সন্তানের মুখ হতে ধূমপানের গন্ধ পান তার সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করুন। কঠোরতা আরোপ করবেন না। সত্য কথাটি বলার সাহস যোগান। এরপর সুব্যবস্থা নিন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতামাতারা চিৎকার করে কথা বলেন। রাগ করেন। গলা ফাটিয়ে সন্তানদের কু-অভ্যাস শোধরানোর চেষ্টা করেন। এ কৌশল ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। আপনার সন্তান যেন আপনাকে বন্ধু ভাবে সে ধরনের পরিবেশ তৈরী করুন। ফলে সে কি করে সবই আপনি জানতে পারবেন। আল্লাহ না করুন সে কোন নেশা জাতীয় মাদক সেবন করে কিনা, বা সে ধরনের কোন গ্রুপের সংস্পর্শে চলে যায় কিনা তা কৌশলে খেয়াল রাখতে হবে। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে সন্তানদের সাথে নিয়ে ইসলামী ভিডিও দেখুন। এখন ইসলামী ডিভিডি আমেরিকা, ব্রিটেন আর কানাডায় তৈরী হয়। এখানে ইসলামী বিশেষজ্ঞরা দিনরাত পরিশ্রম করে বিভিন্ন প্রকাশনা বাজারে ছাড়ছে। ব্যাপক হারে পাশ্চাত্য দেশের গুণীজন ইসলাম গ্রহণ করছে। এটা গোটা মুসলিম জাতির জন্য শিক্ষার বিষয়।

Ref: sarwarkabir@hotmail.com

কেন কিছু লোকের চেহারা কুৎসিত হয়?

ভাষান্তরেঃ হায়াতুন্নবী

অনেক লোকই উজ্জল ও সুন্দর ছিল শিশুকালে কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই আদরের এবং সুন্দর চেহারার বিলুপ্তি ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু কেন এমন হয় তা নিয়ে কখনও ভেবে দেখেছেন কি? ঠিক আছে, আর ভাবতে হবে না চলুন শেখুল ইসলাম ইবনে তাইমীয়া (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে জেনে নেই। যে ব্যক্তি সৎকর্মশীল ও সৎ তার সেই সততা ফুটে উঠে দীপ্তিশীল হয়ে মুখমন্ডলে, তার সেই সততা উজ্জলা হয়ে পরিচিতি লাভ করে চেহারাতে আর এর বিপরীত হতে দেখা যায় সেই ব্যক্তির ব্যাপারে যে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে চলে। ব্যক্তি যতই বৃদ্ধ হতে থাকে ততই বৃদ্ধ হওয়ার নিদর্শন সহজে ধরা পড়ে। এতদনুসারে ছোট্টকালে ব্যক্তির সেই সুন্দর চেহারাখানা, পরবর্তীকালে যে কোনভাবে সে যদি পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং পাপের উপর থাকতে বদ্ধপরিকর হয় তখন কুৎসিত আকার ধারণ করে প্রকাশ লাভ করে মনের সেই মনভাব জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর তার বিপরীত দিকটাও ঠিক তেমনিভাবে সত্য।

উদ্ধৃতিঃ বর্ণীত হয়েছে যে ইবনে আব্বাস (রাদীআল্লাহু আনহু) বলেছেন “নিশ্চয়ই সৎআমল হৃদয়কে করে আলোকিত, চেহারাকে করে দীপ্তিশীল, শরীরকে করে শক্তিশালী, রিযিক করে বৃদ্ধি এবং সৃষ্টির হৃদয়সমূহে তৈরী করে ব্যক্তির জন্য ভালোবাসা অপরদিকে পাপাচার হৃদয়কে করে অন্ধকারে নিমজ্জীত, অনুজ্জল করে মুখমন্ডল, শরীরকে দুর্বল করে তোলে এবং ঐ ব্যক্তির জন্যে সৃষ্টির অন্তরসমূহে তৈরী করে ঘৃণা।”

এমনও হতে পারে যে এক ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়না এমনকি মহা উদ্দ্যোগের সাথে ইবাদতসমূহ সম্পন্ন করে আর করে যুহদ বা স্বেচ্ছায় জীবনের বৈধ আনন্দসমূহ বিসর্জন দেয়। কিন্তু তথাপি ব্যক্তির মাঝে রয়ে যায় মিথ্যা বা যা সত্য নয় এমন ধরণের আক্বীদা আল্লাহ, তাঁর দ্বীন, তাঁর রাসূল (সাল্লেল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর দ্বীনদার বান্দাদের সম্পর্কে। আর যা অন্তরে লুকায়িত থাকে তা প্রকাশ হওয়াটা স্বাভাবিক।

যে মিথ্যা আর অসত্য আক্বীদা সে সত্য ও সঠিক বলে যে বিশ্বাস করতো তা ভেসে উঠে তার চেহারায় এবং যে পরিমান মিথ্যা সে ধারণ করে ঠিক সে পরিমান অন্ধকার প্রকাশ পায় তার মুখমন্ডলে।

উদ্ধৃতিঃ বর্ণীত আছে যে উসমান ইবনে আফফান (রাদীআল্লাহু আনহু) বলেছেন “এমন কেহই নেই যে ব্যক্তি তার শয়তানী লুকিয়ে রাখবে আর আল্লাহ তায়ালা তা তার চেহারাতে প্রকাশ না করে ছেড়ে দেবেন এবং যা তার জিহ্বা দিয়ে উচ্চারিত হয় তাও।”

প্রথম যুগের মুসলমান বা সালাফীদের কেউ কেউ বলতেন “যদি কোন বেদাতী লোক প্রতিদিন তার দাঁড়িতে রং লাগায় তথাপি বেদাতের রং তার চেহারায় বিদ্যমান থাকবে”। শেষ বিচারের দিন তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেন “কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, যারা আল্লাহ তায়ালার উপর মিথ্যা আরোপ করে তাদের মুখগুলো সব বিশ্রী (কদাকার) হয়ে গেছে, তুমি কি মনে করো জাহান্নাম (এ রকম) ঔদ্ধত্য পোষণকারীদের ঠিকানা (হওয়া উচিৎ) নয়” (সূরা আয্ যুমার ঃ ৬০)। আল্লাহ তায়ালা আরোও বলেন “সে (কিয়ামতের) দিন (নিজেদের নেক আমল দেখে) কিছু সংখ্যক চেহারা শুভ্র সমুজ্জল হয়ে যাবে, আবার কিছু লোকের চেহারা (ব্যর্থতার নথিপত্র দেখার পর) কালো (ও বিশ্রী) হয়ে পড়বে, সুতরাং যাদের মুখ (সেদিন) কালো হয়ে যাবে (তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে), ঈমানের (নেয়ামত পাওয়ার) পরও কি তোমরা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছিলে? অতঃপর তোমরা নিজেদের কুফরীর প্রতিফল (হিসাবে) এ আযাব উপভোগ করতে থাকো।” (সূরা আল ইমরান ঃ ১০৬)

ইবনে আব্বাস (রাদীআল্লাহু আনহু)সহ কেহ কেহ বলেন “উজ্জল চেহারা হবে যাহারা আহ্লে সুন্নাহ এবং কালো চেহারা হবে তাদের যারা বেদাতী ও বিভেদ সৃষ্টিকারী।

Ref: AJ-JAWAAB AS-SAHEEH (VOL.4 PG. 306-307) BY SHAYKHUL ISLAM IBN TAYMIYYAH (D-728AH/1328CE)

After 1st Page.....

says 20-year-old Hend El Buri, founder of National Pink Hijab Day. It was while attending Rockbridge High School in Columbia, Missouri that El Buri and her Muslim friends decided to wear pink hijabs in support of cancer research. "People would come up to us and ask 'Why are you all wearing pink today? Is it a part of your religious practice?'" says El Buri. "We told them that we wanted to dispel stereotypes that we had been forced to wear the hijab, and that we supported a cause that affects everyone, regardless of race or religion."

Today, Muslim Student Associations all across the continent are participating in the event and will be supporting National Pink Hijab Day with posters saying, "Do you have a question about my pink headscarf? Ask me on October 26th " Women are encouraged to go out in large groups in hopes to encourage questions about their matching headscarves.

National Pink Hijab Day

"I am going out to dinner with a group of seven or eight Hijabi girlfriends on Friday," says Sumaya Abdul-Quadir, a resident of Los Angeles, California. "I participated last year also, and it spurred a lot of great questions about Islam and it's positive treatment of women, so we are hoping to get similar results this year."

Muslim support for breast cancer research is not unprecedented. Teams like the Phoenix, Arizona based "Muslim Women Race for a Cure" have joined the Susan G. Komen Foundation's annual 'Race for a Cure' marathon. El Buri registered her group, "National Pink Hijab Day" with the Komen Foundation this year, and the group has raised over $900 in donations. National Pink Hijab Day gained its momentum with the help of the online social networking website, Facebook.com. The group has grown to over 7,500 current members from the United States, Canada, and Australia.

"I didn't expect it to grow so big," exclaims El Buri. "My intention was to just lend a helping hand to the cause against breast cancer." October is breast cancer awareness month in the United States.

Ref: www.islamicity.com/articles